অতীব জরুরি
বিশেষ বাহক/ফ্যাক্স মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৩৩.০০.০০০০.১০৯.০৬.০১৪.১৭.৩১৩

তারিখঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ / ৬ জুন ২০১৭

বিষয়ঃ- ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল World Skill International (WSI) এর সদস্য পদ গ্রহণ।

সূত্রঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৮ মে ২০১৭ তারিখের ৪০.০০.০০০০.০২০.০১.২৬.২০১৬.২৯১ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নের মান ও প্রচেষ্টাকে বিশ্বের দরবারে যথাযথভাবে তুলে ধরার নিমিত্ত World Skill International (WSI) এর সদস্য পদ গ্রহণের জন্য এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিএফআরআই ও বিএলআরআই এর মতামত **আগামী ০৮ জুন ২০১৭ তারিখের** মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সূত্রোক্ত পত্রের অনুলিপি এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১৬ প্রস্থ।

০৬.০৬.২০১৭

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৪০৭।
ই-মেইল: administration-3@mofl.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
ডাইরী নং- ১১৫২ তারিখঃ ১১/৫/১৭
যুগ্ম-সচিব | যুগ্ম প্রধান
উপ-সচিব (প্রশাসন)/১/২/৩/৪
উপ-প্রধান
সিঃ সঃ সঃ/সহঃ সঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এনএসডিসি শাখা
(www.mole.gov.bd)

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.০১.২৬.২০১৬-২৯১ তারিখঃ ০৮-০৫-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল World Skill International (WSI) এর সদস্যপদ গ্রহণ।

উর্পযুক্ত বিষয়ে তাঁর সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী বৃত্তিমূলক দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল একটি অলাভজনক সংস্থা। এ সংস্থার সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম এ অবস্থিত। এ সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকার, শিল্প সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ, দক্ষতা প্রতিযোগিতা এবং জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের দক্ষ পেশাজীবীদের উপকার ও চাহিদা প্রসারে প্রেরণা প্রদান করে থাকে (সংলাগ-১)। ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল দক্ষতা প্রতিযোগিতা, দক্ষতা প্রসারের প্রেরণা প্রদান, ক্যারিয়ার বিল্ডিং, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন এবং গবেষণা এই ছয়টি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে উৎকর্ষতা সাধনে কাজ করে যাচ্ছে (সংলাগ-২)।

০২। সংস্থাটি বিশ্বের বভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মীদের একত্র করে তাদের নিজস্ব দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য প্রতি দুই বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্য সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭৬টি দেশ সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করেছে (সংলাগ-৩)। উন্নত দেশগুলো ছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই ইত্যাদি দেশের NSDC সচিবালয়ের অনুরূপ সংগঠনসমূহ ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল -এর সদস্য। বিগত ২০১৫ সালে ব্রাজিলের সাঁওপলোতে বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে এবং ও ২০১৯ সালে রাশিয়ার কাজানে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে (সংলাগ-৪)।

০৩। বাংলাদেশে ১৫-৫৯ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬.০ কোটি। বর্তমান সরকারের "ভিশন ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কর্মক্ষম মানুষকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির বিষয়টি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা যেতে পারে। এর ফলে বিশ্ব শ্রম বাজারে বাংলাদেশের কর্মক্ষম মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

০৪। World Skill International (WSI) এর সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়টি NSDC'র ৪র্থ সভায় উপস্থাপিত হলে কার্যবিবরনীর ১৩.২ অনুচ্ছেদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে (সংলাগ-৫)। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়।

০৫। বর্ণিতাবস্থায়, বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নের মান ও প্রচেষ্টাকে বিশ্বের দরবারে যথাযথভাবে তুলে ধরার নিমিত্ত World Skill International (WSI)- এর সদস্য পদ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত জরুরী ভিত্তিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

০৮.০৫.১৭
(মোরশেদা হাই)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০
section10@mole.gov.bd

A-3/297
০৩/০৫/১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
ডাইরী নংঃ ৮৭৬ তারিখঃ ৯/৫/১৭

অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ / মৎস্য / বাজেট)	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব (প্রাঃ সঃ-১ / প্রাঃ সঃ-২)	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
যুগ্মসচিব(বামউক ও মেফিএ)/যুগ্মপ্রধান	☐ উপস্থাপন করুন
উপসচিব(..................)/উপপ্রধান	☐ আলোচনা করুন
সচিবের একান্ত সচিব	☐ মন্তব্য / মতামত দিন
	স্বাক্ষর

চলমান পাতা/২

New document/NSDC-2012/Forwarding

৩. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
৫. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পযটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবাঅয় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২২. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৬. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সংযোজন-২

ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্য হওয়ার উপকারসমূহ:

১. সর্বোত্তম প্রাগ্রসর পর্যায়ের দক্ষতাসম্পন্ন দেশ বা অঞ্চলসমূহ কর্তৃক নিরূপিত বৈশ্বিক/ আন্তর্জাতিক মানের বেঞ্চমার্কের সাথে সদস্য দেশ/অঞ্চলে দক্ষতাবিষয়ক যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার তুলনা করা;

২. বিশেষজ্ঞবৃন্দ তাঁদের স্ব-স্ব দেশ/অঞ্চলে দক্ষতার শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কই অর্জন করে না, উপরন্তু তাঁরা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ফোরামে আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক মান নির্ধারণে সহায়তা করে;

৩. সদস্য দেশ/অঞ্চলসমূহের তরুণ দক্ষ পেশাদাররা তাদের "প্রকৃত" দক্ষতা প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত "ওয়ার্ল্ড স্কিল কম্পিটিশন" প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সর্বোত্তম দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিযোগিদের সাথে যাচাই করে নেওয়া;

৪. আধুনিক "কম্পিটিশন ইনফরমেশন সিস্টেম" এবং চলমান হালনাগাদকৃত তথ্যাদি ব্যবহারের ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়ার অনুমতি প্রাপ্তির মাধ্যমে উপকৃত হওয়া;

৫. নতুন দক্ষতা প্রতিযোগিতা (যেমন মোবাইল রোবোটিক্স, বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি)'র উন্নয়নকল্পে **ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল**-এর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিনিয়োগ থেকে সুফল আহরণ করা;

৬. কোন সদস্য দেশের বিশেষজ্ঞ এবং তরুণ পেশাদারদের অন্যান্য সদস্য দেশ/অঞ্চলের জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা;

৭. ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ প্রতিযোগিতাকালীন সদস্য দেশের রাজনীতি, শিল্প, শিক্ষা ও শ্রম ক্ষেত্রের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে দক্ষতার অপরিহার্য গুরুত্বের বিষয়ে অবহিত করার জন্য ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ প্রিমিয়ার এক্সপেরিয়েন্সকে ব্যবহার করা;

৮. নিজ দেশ/অঞ্চলের সকল তরুণ দক্ষ পেশাদারদের পরীক্ষীত প্রেষণা দান করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক বিজয় এবং তার সাথে যে মর্যাদা জড়িয়ে আছে তা অর্জন করার সম্ভবনাকে সুসংহত করা;

৯. ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল এর সদস্য দেশ/অঞ্চলের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তাদের জ্ঞান ও উপদেশ থেকে সুফল ভোগ করা;

১০. প্রতি বছর অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ লিডার্স ফোরাম-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণে নেতৃত্বে প্রদানকারী বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের (লিডিং থিংকারস্) কাছ থেকে জানতে পারা;

১১. বিশ্বব্যাপী গতিশীল বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে থেকে আগত অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের উন্নয়ন ঘটানো;

১২. সদস্য দেশ/অঞ্চলসমূহের তরুণ পেশাদাররা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের বিশেষ বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও যোগাযোগের নেটওয়ার্ক তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং আরও ব্যক্তিগত উন্নয়ন করবে;

১৩. দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনে ওয়ার্ল্ড স্কিলস ব্র্যান্ড তৈরীতে সাহায্য করা যা সদস্যদের নিজ দেশ/অঞ্চলের দক্ষতার প্রসার বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এই প্রসার বৃদ্ধির সাথে বিশ্বব্যাপী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা জড়িয়ে রয়েছে যার বিশাল মূল্য রয়েছে;

১৪. প্রতি দুই বছর অন্তর বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য যে সকল আয়োজক সদস্য দেশ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করে এবং ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল-এর অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ তৈরিতে অবদান রাখে সেখান থেকে সরাসরি উপকার পাওয়া;

১৫. বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় নিজ দেশের সর্বোত্তম দক্ষ চ্যাম্পিয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের তরুণ পেশাজীবীদের জীবিকার অধিকতর সুযোগ তৈরি করা;

১৬. নিয়মিত **ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ নিউজলেটার** প্রাপ্তির মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ উন্নয়নের সাথে ওয়াকিবহাল থাকা;

১৭. দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রসারে প্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে অনুষ্ঠিত সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো আদান-প্রদান করা ও অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করা;

১৮. ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সম্পন্নকৃত বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ থেকে উপকার লাভ করা;

১৯. ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সংকলিত ও প্রণয়নকৃত সকল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করা;

২০. ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ইন্টারন্যাশনাল-এর গ্লোবাল ইনডাষ্ট্রি পার্টনারের গ্লোবাল কর্পোরেশনের স্থানীয় শাখার সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হওয়া;

২১. যে বছর বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না সে বছরে অুনষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ ফোরামে সদস্য দেশ/অঞ্চলের নবীন দক্ষ পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চকিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা।

সংলাগ-২

WorldSkills International যা করে:

১) দক্ষতা প্রসারের প্রেরণা প্রদান করে:

WorldSkills International দক্ষতা সম্পর্কিত তথ্যের একটি শক্তিশালী উৎস কেন্দ্র যেখানে শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক, শিল্প উদ্যোক্তা ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ দক্ষতার মানের পুনর্মূল্যায়ন করে এবং দক্ষতার আকর্ষণীয় উন্নয়ন ঘটায়।

ওয়ার্ল্ড স্কিলস নীচের কাজগুলো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

- দক্ষতা বিষয়ক বিদ্যমান আলোচ্যসূচিগুলোকে ক্রমাগতভাবে প্রভাবিত করার জন্য কর্মউদ্যোগী হওয়া।
- মৌখিক আলাপ-আলোচনা, সামাজিক মাধ্যম, বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য উপায়ে নেটওয়ার্কগুলোকে সক্ষম ও সক্রিয় করে তোলা।
- দেশের নীতি উন্নয়নমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।
- শক্তিশালী কেন্দ্র ও তথ্যের উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাপী দক্ষতার উন্নয়ন এবং উৎকর্ষতার বিষয়ে কর্তৃত্ব অর্জন করা।
- দক্ষতার মানের পুনর্মূল্যায়ন এবং দক্ষতার আকর্ষণীয় উন্নয়ন ঘটাবার নিমিত্ত শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক, শিল্প উদ্যোক্তা ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা।
- দক্ষ কাজের প্রয়োজনীয়তা, মান ও ফলাফল এবং যুবকদের পেশাজীবী প্রশিক্ষণ সর্ম্পকে প্রচারণা চালানো যাতে শিল্প, দেশের বিভিণ্ন অঞ্চল এবং দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে জায়গা করে নিতে পারে।

২) **পেশাজীবন বিনির্মাণ (ক্যারিয়ার বিল্ডিং):**

পেশাজীবনে সফলতা অর্জনের জন্য যুব দক্ষ পেশাজীবীদের সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার অর্জন এবং দক্ষতার গুরুত্ব ও প্রাসংঙ্গিকতার মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য দক্ষ কর্মজীবীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করা ।

ওয়ার্ল্ড স্কিলস নীচের কাজগুলো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

- চ্যাম্পিয়ন পেশাজীবীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মজীবনের প্রোফাইল তৈরি করা।
- সারাজীবনের পেশা হিসেবে নির্বাচনের জন্য দক্ষতার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিতার মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কারের লক্ষ্যে দক্ষ পেশাজীবীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করা ।
- বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকে জীবীকা গড়ার লক্ষ্যে উৎকর্ষতা ও মানোন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
- জীবনব্যাপী সফলতা লাভ করার জন্য যুবকদের কর্মজীবনের শুরুতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা।
- দেশ, প্রজন্ম ও দক্ষতার মধ্যে প্রশিক্ষকের ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাজীবী ও প্রাক্তন সতীর্থদেরকে অধিকতর সুযোগ করে দেওয়া।

৩) **দক্ষতা প্রতিযোগিতা:**

বিশ্বজুড়ে অনুষ্ঠিত দক্ষতা প্রতিযোগীতার প্রদর্শন, দক্ষতার বিশ্বমানের উৎকর্ষতাকে উৎসাহিত এবং যুব সমাজকে বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতা পেশাজীবনের সাথে পরিচিত করা।

ওয়ার্ল্ড স্কিলস নীচের কাজগুলো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

- যুব সমাজের কাছে বিভিন্ন ধরণের দক্ষতার জীবীকা তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ জীবীকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সম্পদের মাধ্যমে প্রস্তুত করা।
- বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুবিধাগুলো সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রচার করা।
- বিশ্বজুড়ে সকল স্তরের তরুণদের জন্য দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা প্রতিভা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বমানের উৎকর্ষ দক্ষতা উদযাপনের প্লাটফর্ম হিসেবে আভির্ভূত হওয়া।
- প্রতিযোগীদের চরিত্র, আত্মবিশ্বাস, কমিটমেন্ট ও আত্ম-সম্মান গড়ার ক্ষেত্রে বিশ্বদক্ষতা প্রতিযোগীতার প্রদোণাগত ও শিক্ষাগত উপকারের বিষয়টি সদস্যদের নিকট তুলে ধরা।
- বিভিন্ন কোম্পানী, শিল্প ও ব্যবসায়ীদেরকে দক্ষ লোকদের, যারা তাদের সর্বোচ্চ মেধা প্রদর্শন করেছে, নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া ।

৪) **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:**

ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তির দক্ষতার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নতুন নতুন চিন্তা ও ধারা প্রবর্তনের নিমিত্ত শিক্ষক ও শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি সৃষ্টি।

ওয়ার্ল্ড স্কিলস নীচের কাজগুলো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

- জীপনব্যাপী শিক্ষা সুযোগের মধ্য দিয়ে দক্ষতা প্রতিযোগীতার সাথে দীর্ঘস্থায়ী জীবীকার একটি সংযোগ সৃষ্টি করা।
- হাতে-কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষে যুবকদের মধ্যে দক্ষতার সচেতনতা আনয়ন করা।
- দক্ষ পেশাজীবীদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও অনুশীলনের প্রাসঙ্গিতার উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য শিক্ষাবিদ ও শিল্পকে সহায়তা করা।
- দক্ষতা আবিষ্কারের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
- ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নতুন নতুন পথ ও ধারার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের সহায়তা করা।

৫) **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন:**

এটি একটি বিশ্বমঞ্চ যেখানে যুব, শিক্ষাবিদ, শিল্প এবং সরকার একত্রে মিলিত হয়ে দক্ষতা সম্পর্কে শিখতে পারে ও তার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

ওয়ার্ল্ড স্কিলস নীচের কাজগুলো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

- সদস্যদেরকে আন্তর্জাতিক জ্ঞানের ভিত্তিমূলে প্রবেশাধিকার প্রদান করা যেখানে চিন্তা-ভাবনা ও সর্বোত্তম অনুশীলনের বিনিময় হয়।
- যুব, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান, শিল্প এবং সরকারের জন্য এমন একটি স্থান ও মঞ্চ করে দেয়া যেখানে দক্ষতার প্রতি আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি মিলিত হয়ে দক্ষতা শিখন ও উন্নয়নের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে পারে।
- জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে দক্ষতার আলোচ্য বিষয় ও সম্পদ বন্টনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রমাগতভাবে সেই উপলব্ধি সৃষ্টি করা ।

৬) **গবেষণা:**

বিশ্বব্যাপী দক্ষতা বিষয়ে বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত, ঘটনা, এবং সংবাদ সংগ্রহ।

ওয়ার্ল্ড স্কিলস নীচের কাজগুলো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

- দক্ষতা সেক্টরের সকল বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত, ঘটনা,সংবাদ এবং ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
- দক্ষতা বিষয়ক গবেষণার সমর্থন ও গবেষণা করা।

---------*******---------

সংযুক্তি-৬

ওয়ার্ল্ড স্কিল ইন্টারন্যাশনালের সদস্য দেশ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ:

নিজ নিজ দেশ/অঞ্চলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের প্রসারে প্রেরণার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওয়ার্ল্ড স্কিল ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক দেশ/অঞ্চল থেকে একটি সংস্থাকে সদস্য বা সহযোগী সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

একজন সরকারি কর্মকর্তা এবং একটি কারিগরি প্রতিনিধি দল ওয়ার্ল্ড স্কিল ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্য হিসেবে কোন একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে । ওয়ার্ল্ড স্কিল ইন্টারন্যাশনাল-এর সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য একটি ভোটাধিকার প্রদান করতে পারে।

নীচে ওয়ার্ল্ড স্কিল ইন্টারন্যাশনাল-এর সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের সংস্থাসমূহের তালিকা প্রদান করা হলোঃ

Argentina	AR	Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores
Armenia	AM	National Centre for Vocational Education and Training Development (NCVETD)
Australia	AU	WorldSkills Australia
Austria	AT	Austrian Federal Economic Chamber - Skills Austria
Kingdom of Bahrain	BH	Skills Bahrain
Barbados	BB	Technical and Vocational Education and Training Council
Belarus	BY	Republican Institute for Vocational Education (RIPO) - WorldSkills Belarus
Belgium	BE	WorldSkills Belgium
Brazil	BR	SENAI
Brunei Darussalam	BN	Ministry of Education (Dept of Technical Education)
Canada	CA	Skills/Compétences Canada
Chile	CL	Fundacion WorldSkills Chile
China	CN	Ministry of Human Resources and Social Security
Colombia	CO	SENA
Costa Rica	CR	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Croatia	HR	ASOO
Denmark	DK	SkillsDenmark
Dominican Republic	DO	INFOTEP
Ecuador	EC	Techna
Egypt	EG	WorldSkills Egypt c/o Industrial Training Council (ITC)
Estonia	EE	Innove
Finland	FI	Skills Finland
France	FR	WorldSkills France
Georgia	GE	National Center for Educational Quality Enhancement (NCEQE)
Germany	DE	WorldSkills Germany
Hong Kong, China	HK	Vocational Training Council
Hungary	HU	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Iceland	IS	Verkidn (Skills Ísland)
India	IN	National Skill Development Corporation
Indonesia	ID	Ministry of National Education
Iran	IR	Technical & Vocational Training Organization TVTO
Ireland	IE	Department of Education and Science, National Skills Competition
Israel	IL	WorldSkills Israel
South Tyrol, Italy	IT	Landesverband der Handwerker LVH
Jamaica	JM	Vocational Training Development Institute
Japan	JP	JAVADA
Kazakhstan	KZ	Holding Kasipkor
Korea	KR	Human Resources Development Services
Kuwait	KW	Public Authority for Applied Education and Training (PAAET)
Latvia	LV	State Education Development Agency
Principality of Liechtenstein	LI	WorldSkills Liechtenstein
Luxembourg	LU	Ministry of Education & Vocational Training
Macao, China	MO	Labour Affairs Bureau (Vocational Training Department)
Malaysia	MY	Department of Skills Development
Mexico	MX	General Directorate of Vocational Training Centres
Mongolia	MN	Ministry of Labour, Mongolia
Morocco	MA	Ministere de la Formation Professionnelle
Namibia	NA	Namibia Training Authority
Netherlands	NL	WorldSkills Netherlands

চলমান পাতা/২

New Zealand	NZ	WorldSkIls NewZealand
Norway	NO	WorldSkills Norway
Oman	OM	Ministry of Manpower
Palestine	PS	Management Team for TVET & Labour Market
Paraguay	PY	Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
Philippines	PH	TESDA
Portugal	PT	Instituto do Emprego e Formação Profissional IEFP
Romania	RO	
Russia	RU	WorldSkills Russia
Saudi Arabia	SA	Technical and Vocational Training Corporation (TVTC)
Singapore	SG	Institute of Technical Education
South Africa	ZA	WorldSkills South Africa
Spain	ES	Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Dirección General de Formación Profesional
Sri Lanka	LK	Vocational Training Authority - Sri Lanka
Sweden	SE	WorldSkills Sweden
Switzerland	CH	SwissSkills
Chinese Taipei	TW	Workforce Development Agency
Thailand	TH	Department of Skill Development
Trinidad and Tobago	TT	National Training Agency
Tunisia	TN	Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
Turkey	TR	WorldSkills Turkey
Ukraine	UA	
United Arab Emirates	AE	Emirates Skills
United Kingdom	UK	WorldSkills UK
United States of America	US	SkillsUSA
Venezuela	VE	INCE
Vietnam	VN	Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs
Zambia	ZM	WorldSkills Zambia

অনুলগ্ন-৪

নিম্নলিখিত ট্রেড ও টেকনোলজিতে ২০১৭ সালে আবুধাবিতে ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল:

ক্রমিক নং	ট্রেডে/ টেকনোলজি
১.	থ্রিডি ডিজিটাল গেম আর্ট;
২.	এয়ারক্রাফ্ট মেইটেনেন্স;
৩.	আর্কিট্রাকচারাল স্টোন ম্যাসনারি;
৪.	অটোবডি রিপেয়ার;
৫.	অটোমোবাইল টেকনোলজি;
৬.	বেকারী;
৭.	বিউটি থেরাপি;
৮.	ব্রিকলেয়িং;
৯.	কেবিনেট মেকিং;
১০.	কার পেইন্টিং;
১১.	কারপেন্ট্রি;
১২.	সিএনজি মিলিং;
১৩.	সিএনজি টিউনিং;
১৪.	কংক্রিট কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক;
১৫.	কংক্রিট মেটাল ওয়ার্ক;
১৬.	কুকিং;
১৭.	ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন;
১৮.	ইলেকট্রনিক্স;
১৯.	ফ্যাশন টেকনোলজি;
২০.	ফ্লোরিষ্ট্রি;
২১.	ফ্রেইট ফরওয়াডিং;
২২.	গ্রাফিক ডিজাইন টেকনোলজি;
২৩.	হেয়ারড্রেসিং;
২৪.	হেলথ এন্ড সোস্যাল কেয়ার;
২৫.	হেভি ভেইক্যাল মেইটেন্যান্স;
২৬.	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কন্ট্রোল;
২৭.	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল মেকানিক্যাল মিলরাইট;
২৮.	ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক ক্যাবলিং;
২৯.	আইটি নেটওয়ার্ক সিস্টেম এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন;
৩০.	আইটি সফটওয়্যার সলিউশন ফর বিজনেস;
৩১.	জুয়েলারি;
৩২.	জয়েনারি;
৩৩.	ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনিং;

৩৪. ম্যানুফ্যাকচারার টিম চ্যালেঞ্জ;
৩৫. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাড;
৩৬. মেকাট্রনিক্স;
৩৭. মোবাইল রোবটিং;
৩৮. পেইন্টিং এন্ড ডেকোরেটিং;
৩৯. পাটিসেরি এন্ড কনফেকশনারি;
৪০. প্লাষ্টারিং এন্ড ড্রাইওয়াল সিস্টেমস্;
৪১. প্লাষ্টিক ডাই ইঞ্জিনিয়ারিং;
৪২. প্লাম্বিং এন্ড হিটিং;
৪৩. পলিমেকানিক্স এন্ড অটোমেশন;
৪৪. প্রিন্ট মিডিয়া টেকনোলজি;
৪৫. প্রোটোটাইপ মোডলেইং;
৪৬. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং;
৪৭. রেষ্টুরেন্ট সার্ভিস;
৪৮. ভিজুয়্যাল মার্চেন্ডাইজিং;
৪৯. ওয়াল এন্ড ফ্লোর টাইলিং;
৫০. ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভলপমেন্ট ও
৫১. ওয়েল্ডিং।

সংলাগ - ৫-৭-

(২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
(www.mole.gov.bd)

নং ৪০.০১.০৩৬.০০.০০.৩৪.২০১০ (অংশ-২)- ৮২৩ তারিখঃ ২১-১১-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ National Skills Development Council (NSDC) এর ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং NSDC 'র চেয়ারপার্সন এর সভাপতিত্বে গত ০৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত NSDC 'র ৪র্থ সভার ১১.২ ও ১২.২ নম্বর সিদ্ধান্ত দুটি অবগতি এবং ৪.২ , ৫.২, ৬.২.১, ৭.২.২, ৯.২ ও ১৩.২ নম্বর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি নির্দেশক্রমে এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ০৬(ছয়) পাতা।

(আবদুল মোতলেব হাওলাদার)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০
section10@mole.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
এনএসডিসি সচিবালয়
২য় তলা, টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

D:\New docment\NSDC-2012-pm-NSDC-Forwording

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনএসডিসি সচিবালয়
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতিঃ	শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও চেয়ারপার্সন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)
সভার স্থানঃ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চামেলী সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখঃ	০৫ অক্টোবর, ২০১৬
সময়ঃ	সকাল ১১.০০টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হলো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করার সদয় অনুমতি প্রদান করেন। এ পর্যায়ে এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভার সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এনএসডিসি'র চেয়ারপার্সন তাঁর সূচনা বক্তব্যে দেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে জনবর্লের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। এখন যে বিষয়টি জরুরী তা হলো সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলো নিজ নিজ কৌশল নির্ধারণ করবে। তিনি আরও বলেন, দেশে নতুন ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে যেখানে দেশী-বিদেশী ও বিদেশ প্রত্যাগত বাংলাদেশী নাগরিকদের বিনিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ সকল অঞ্চলে প্রচুর দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে আমাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং তা অক্ষুন্ন রাখতে দেশের মানুষের কল্যাণ বিবেচনায় রেখে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত দেশের সকল জনগণের মেধা, শক্তি ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জনাব মিকাইল শিপার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কাজ সঞ্চালন করেন।

২। আলোচ্যসূচি-১: ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এনএসডিসি'র তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।

২.১: **আলোচনাঃ**

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এনএসডিসি'র ৩য় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের কোন ভিন্নমত বা সংশোধনীর প্রস্তাব থাকলে তা পেশের আহ্বান জানান। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।

২.২: **সিদ্ধান্ত:**

গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এনএসডিসি'র ৩য় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

৩। **আলোচ্যসূচি-২: এনএসডিসি'র ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।**

৩.১: **আলোচনাঃ**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহন করে এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এনএসডিসি'র ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, এনএসডিসি'র ৩য় সভায় গৃহীত ১৬টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১১ (এগার)টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, ০৩ (তিন)টি বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ০২ (দুই)টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। তিনি সভাকে আরও জানান, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে ২২ (বাইশ) টি মন্ত্রণালয়, ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি সরকারি দপ্তর ও ২৫৬ (দুইশত ছাপান্ন)টি এনজিও সম্পৃক্ত আছে। এছাড়া সরকারি দপ্তর, ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল, এনজিও এবং অন্যান্য অসরকারি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (ফেইজ-২) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যেসব প্রকল্প চলমান রয়েছে সেগুলো যেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১'র আলোকে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাকে তিনি অবহিত করেন, 'জেন্ডার সমতা উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র' অবহিতকরণ কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে এনএসডিসি সচিবালয় বর্ধিত কলেবরে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় টেলিকম ট্রেনিং সেন্টারে স্থানান্তরিত হওয়ায় সার্বিক কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২: **সিদ্ধান্ত:**

এনএসডিসি'র ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হলো।

৪। **আলোচ্যসূচি-৩: এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণ।**

৪.১: **আলোচনাঃ**

৪.১.১: এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন, এনএসডিসি'র ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এনএসডিসি সচিবালয়কে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ''জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থা'' নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পুনর্গঠন করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টির ওপর সভার সদস্যদের মতামত আহবান করেন।

৪.১.২: এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সমন্বিতভাবে পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থা' হিসেবে এনএসডিসি সচিবালয়কে পুনর্গঠনের সুপারিশের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন' নামে নতুন একটি ডিভিশন গঠন করা যেতে পারে।

৪.১.৩: অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন যে, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এনএসডিসি সচিবালয় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট ডিভিশনের আওতাভুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট ডিভিশন সমন্বয় করবে। কোম্পানী আইন ৯৪'এর অধীনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি পৃথক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হবে। এই তহবিল অর্থ মন্ত্রণলায় কর্তৃক পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, উন্নয়ন সহযোগীরা মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিলে সহায়তা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটে এই তহবিলে ১০০ (একশত) কোটি টাকা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সনদ প্রদান না করে উল্লিখিত ডিভিশনের আওতায় দক্ষতা বিষয়ক একক সনদ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪.১.৪: এনএসডিসি'র বেসরকারি সদস্য ও ইসিএনএসডিসি'র কো-চেয়ারপার্সন জনাব সালাহউদ্দিন কাসেম খান বলেন, অন্যান্য দেশের দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থার আলোকে এনএসডিসিকে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কাঠামোয় স্ট্যাটাস দেয়া যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন দেশের এনএসডিসি সচিবালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস পর্যালোচনা করে আইএলও-কে একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন দেয়ার প্রস্তাব করেন।

৪.১.৫: এনএসডিসি'র বেসরকারি সদস্য মিসেস লায়লা রহমান কবির বলেন, এনএসডিসি'র স্ট্যাটাস নির্ধারণের বিষয়ে ইসিএনএসডিসিতে আলোচনা হতে পারে এবং এ জন্য তিনি চেয়ারপার্সনের নিকট কিছুটা সময় দেয়ার প্রস্তাব করেন।

৪.১.৬: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, এনএসডিসি সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এ্যাফিলিয়েটেড বডি হিসেবে কাজ করতে পারে। কেননা এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় করা সহজ হবে এবং কাজে গতিশীলতা আসবে। তিনি বলেন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের প্রাথমিক অনুদান সরকার প্রদান করেছে। বেসরকারি খাত থেকে তহবিল গঠন করা দরকার। তা ছাড়া উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি খাতের কর্মকান্ডের সমন্বয় জরুরী এবং এই সমন্বয়ের কাজ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন করতে পারে।

৪.১.৭: বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি বলেন, এনএসডিসি সচিবালয় সংস্থা হিসেবে না থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে বিভাগরূপে পরিচালিত হলে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

৪.১.৮: সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বলেন, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রণালয় গঠন করে তার অধীনে এনএসডিসি সচিবালয়কে রাখা যেতে পারে।

৪.১.৯: সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, এনএসডিসি সচিবালয় একটি পৃথক বিভাগ হলে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে অনেক গতিশীলতা আসবে।

৪.১.১০: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনেক দেশেই দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সরকারের সাথে যুক্ত না থেকে পৃথক সংস্থা হিসেবে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এনএসডিসি সচিবালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকেই দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। Allocatian of Business অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম ম্যান্ডেট। এনএসডিসি সচিবালয়ের কোন স্ট্যাটাস নির্ধারিত না হওয়ায় দক্ষতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন তহবিল এবং জনবল পাওয়া যাচ্ছে না। একারণে এনএসডিসি সচিবালয় স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাঙ্খিত মাত্রায় দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি বলেন, এনএসডিসি সচিবালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে।

৪.১.১১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের প্রেক্ষাপট অনেক বড়। তবে আমাদের দক্ষতারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া নয়, সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রতিটি সেক্টরে মেধা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার যাতে বিভিন্ন সেক্টর ও স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। তিনি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণের বিষয়ে তিনি বলেন, অন্যান্য দেশের দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাস পর্যালোচনাপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সভা করে সভার সুপারিশের আলোকে সরকার সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণ করে দিবে এবং এজন্য কাউন্সিলের সভা আয়োজনের প্রয়োজন হবে না।

৪.২: **সিদ্ধান্তঃ**

আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে সভা আয়োজন করে এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস বিষয়ক প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

৫। **আলোচ্যসূচি-৪: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন, ২০১৬ (খসড়া) অনুমোদন।**

৫.১: **আলোচনাঃ**

৫.১.১: এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন, ২০১৬ (খসড়া) সভায় উপস্থাপন করা হয়নি। তবে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আইনের খসড়াটিতে অনেক উপযুক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয়ের পরিমার্জন প্রয়োজন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ সচিব অথবা মুখ্য সচিব এর নেতৃত্বে বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে খসড়াটি পরিমার্জনের প্রস্তাব করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে। মুখ্য সচিবও একই প্রস্তাব করেন। জনাব সালাহ উদ্দিন কাসেম খান, সদস্য, এনএসডিসি ও কো-চেয়ারপার্সন, ইসিএনএসডিসি আইনটি পুনঃপর্যালোচনার সময় সচিব কমিটিতে বেসরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের প্রস্তাব করেন।

৫.১.২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, আইনের খসড়ায় অনেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার অনেক কিছুই আইনের মৌলিক বিষয় অক্ষুন্ন রেখে তফসিলে উল্লেখ করা যেতে পারে। তফসিলে এমন বিধান রাখতে হবে যাতে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কোন বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করা যেতে পারে।

৫.২: **সিদ্ধান্ত:**

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন, ২০১৬-এর খসড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে বেসরকারি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা করে ২ (দুই) মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।

৬। **আলোচ্যসূচি- ৫: প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্র অনুমোদন।**

৬.১: **আলোচনাঃ**

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্রটি সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্রে নারী প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোটা বরাদ্দের শতকরা হারের উল্লেখ না করে ''নারী প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে'' উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি কারাগারের বন্দীদের পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, পণ্য উৎপাদনের সুযোগ প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় লব্ধ আয়ের একটি অংশ উৎপাদনে নিয়োজিত বন্দীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

৬.২: **সিদ্ধান্তঃ**

৬.২.১: প্রতিবন্ধীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তির কৌশলপত্রে নারী প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোটা বরাদ্দে শতকরা হারের পরিবর্তে ''নারী প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে'' মর্মে সংশোধনপূর্বক কৌশলপত্রটি অনুমোদন করা হলো।

৬.২.২ কারাগারের বন্দীদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭। **আলোচ্যসূচি- ৬: ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল (আইএসসি) গঠনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।**

৭.১: **আলোচনাঃ**

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয় আইএসসি গঠনের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথকভাবে জাহাজ নির্মাণ আইএসসি ও পাট শিল্প আইএসসি গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্কিলস্ ফান্ড হতে আইএসসিগুলোকে সহায়তা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভায় ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল গঠনের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৭.২: **সিদ্ধান্তঃ**

৭.২.১: ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল গঠনের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে গৃহীত হয়।

৭.২.২: জাহাজ নির্মাণ আইএসসি ও পাট শিল্প আইএসসি গঠন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮। **আলোচ্যসূচি-বিবিধঃ৭(ক): এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (প্রথম পর্যায়) বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত।**

৮.১: **আলোচনাঃ**

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (প্রথম পর্যায়) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলেন, প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মপরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রণয়ন করা দরকার এবং পরবর্তী পর্যায়ে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

৮.২: **সিদ্ধান্তঃ**

সভায় এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (প্রথম পর্যায়)এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে গৃহীত হয়।

৯। **আলোচ্যসূচি-৭(খ): এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রণয়ন ও কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন।**

৯.১. **আলোচনাঃ**

এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রণয়ন ও কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়ে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বলেন, তাঁদের কর্মপরিকল্পনা দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, একক স্ট্যান্ডার্ড কারিকুলাম প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, আমাদের অভ্যন্তরীন শ্রম বাজারে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক শ্রমশক্তির চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন একই সাথে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে শ্রম শক্তির চাহিদাও নিরূপন করা দরকার। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলেন, আগামী ১০ (দশ) বছরে আমাদের শ্রম শক্তির চাহিদার পূর্বাভাষ নির্ণয় করা দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়) এর কার্যক্রম আরও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন এবং এর কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেন।

৯.২: **সিদ্ধান্তঃ**

এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত আকারে ইসিএনএসডিসিতে উপস্থাপন করতঃ অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে এনএসডিসি'র ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১০। **আলোচ্যসূচি-৭(গ): এনএসডিসি ও ইসিএনএসডিসি পুনর্গঠন।**

১০.১: এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণের সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এনএসডিসি ও ইসিএনএসডিসি পুনর্গঠন প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হয়নি।

১১। **আলোচ্যসূচি-৭(ঘ): এনএসডিসি'র লোগো নির্বাচন।**

১১.১: **আলোচনাঃ**

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনএসডিসি'র জন্য প্রস্তাবিত চারটি লোগো সভায় প্রদর্শন করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্য সচিব বলেন, কোনো কাউন্সিলেরই নিজস্ব কোনো লোগো নেই। সভাপতি বলেন, উপস্থাপিত কোনো লোগোই আকর্ষণীয় নয়।

সিদ্ধান্তঃ

এনএসডিসি সচিবালয়ের স্ট্যাটাস নির্ধারণের পর লোগোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

১২। **আলোচ্যসূচি-৭(ঙ): দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।**

১২.১: আলোচনাঃ

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুমোদনের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন,২০১৬ প্রণয়নের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২.২: সিদ্ধান্তঃ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন,২০১৬ প্রণয়নের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১৩। **আলোচ্যসূচি-৭(চ): ২০১৯ সালে রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড স্কিলের সদস্যপদ গ্রহণ।**

১৩.১: আলোচনাঃ

এনএসডিসি'র সদস্য-সচিব এবং সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর অনুরোধক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২০১৯ সালে রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড স্কিলের সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন, বর্তমানে ওয়ার্ল্ড স্কিলস-এর সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৭৫টি।

সভায় এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সার সংক্ষেপ পাঠানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৩.২: সিদ্ধান্তঃ

ওয়ার্ল্ড স্কিলস্ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড স্কিলের সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ারপার্সন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
ও
চেয়ারপার্সন, এনএসডিসি।